রামানুজের জগৎতত্ত্ব

রামানুজ কার্য ও কারণের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সৎকার্যবাদের সমর্থক। তবে তিনি আচার্য শংকরের মতো বিবর্তবাদের সমর্থক নন। তিনি পরিণামবাদের সমর্থক। তাঁর মতে কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম। তাই তিনি জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে ঔপনিষদিক বাক্যগুলির পরিণামবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রামানুজের মতে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের একাধারে উপাদান কারণ, আবার অন্যদিকে নিমিত্ত কারণও বটে। তিনি বলেন সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম ঊর্ণনাভের মতো নিজের অন্তঃস্থ চিৎ ও অচিৎ অংশ থেকেই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্ম কারণ, জগৎ কার্য।

অচিৎ অংশ থেকে জড় জগতের সৃষ্টি, আর চিৎ অংশ থেকে জীব জগৎ। তাঁর মতে কার্যোপত্তির অর্থ হল-অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়া। যা অসৎ তা কখনো সৎরূপে ব্যক্ত হতে পারে না; তেমনি যা সৎ তা কখনো অসৎ হতে পারে না। শত সহস্র শিল্পী শত চেষ্টাতেও লালকে নীলে পরিণত করতে পারে না। কারণ লালের মধ্যে নীল অসৎ অর্থাৎ থাকে না। তিলকে পিষলে তৈল পাওয়া যায়, যেহেতু তিলে তৈল অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। আবার অপ্রকটকে প্রকটিত করার জন্য নিমিত্ত কারণেরও প্রয়োজন। তিলকে পেষণ করে তৈল ব্যক্ত করার জন্য ঘানি, কলু ইত্যাদিরও প্রয়োজন। পরিণামবাদ অনুসারে কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম। কারণ কার্যে পরিণত বা রূপান্তরিত হয়। তৈলবীজকে পেষণের পর তা আর বীজরূপে থাকে না, তৈলে পরিণত হয়।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ, কেননা ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ অংশের পরিণামই জগৎ। আবার ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণও বটে। কারণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত জগতের উৎপত্তি সম্ভব নয়। জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। তাই রামানুজকে ব্রহ্ম পরিণামবাদী বলা হয়। ব্রহ্মের পরিণামস্বরূপ জগৎ ব্রহ্মের মতোই সৎ, জগৎরূপ কার্য সৎ এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়াও সৎ। জগৎ তাঁর মতে মিথ্যা নয়।

উপনিষদ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অণুসরণ করে রামানুজ ব্রহ্মের অচিৎ অংশকে ‘প্রকৃতি’ বলেছেন। তবে, সাংখ্যের ‘প্রকৃতি’ থেকে রামানুজের ‘প্রকৃতি’ স্বতন্ত্র বা আলাদা। সাংখ্যের প্রকৃতি নিত্য, অজ ও স্বয়ংনির্ভরসত্তা। রামানুজের মতে, অচিৎশক্তিরূপ প্রকৃতি নিত্য ও অজ হলেও তা অন্য-নির্ভর, ব্রহ্ম-নির্ভর। প্রলয়কালে অচিৎ বা প্রকৃতি সূক্ষ্ম ও অবিভক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের শরীররূপে ব্রহ্মের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থা ব্রহ্মের কারণাবস্থা।, সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের ইচ্ছায় অব্যক্ত প্রকৃতি নামরূপময় জগতে প্রকটিত হয়। ব্রহ্মের কারণাবস্থা কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কারণ-ব্রহ্মের পরিণাম কার্য-ব্রহ্ম।

সাধারণত কারণ-ব্রহ্মকে ‘ব্রহ্ম’ বা ‘ঈশ্বর’ এবং কার্য-ব্রহ্মকে ‘জগৎ’ বলা হয়। ব্রহ্মের দুটি লীলা - অন্তঃলীলা ও বহিঃলীলা। জগৎ-সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ প্রলয়কালে ব্রহ্ম অন্তঃলীলা উপভোগ করেন। জগৎ ব্রহ্মের বহিঃলীলা। সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি। কোন এক সৃষ্টিলগ্নের পূর্বাবস্থায় জীবের কর্মানুসারে ফলদানের জন্যই ব্রহ্ম জগৎ রচনা করেন। এই সৃষ্টি-প্রবাহে ব্রহ্মের অচিৎ অংশের পরিবর্তন হলেও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অবিকারী থাকেন। ঊর্ণনাভ যেমন নিজে অবিকৃত থেকে তার অন্তঃস্থ উপাদান থেকে জাল রচনা করে, ব্রহ্মও তেমনি তাঁর অচিৎশক্তি থেকে জগৎ সৃষ্টি করে নিজে অবিকৃত থাকেন।

জগতের অভিব্যক্তিতে প্রথমে, ঈশ্বরের অমিত ইচ্ছায়, অবিভক্ত প্রকৃতির (অচিৎ অংশের) বিভাজন শুরু হয় এবং তার ফলে তিনটি সূক্ষ্ম পদার্থের সৃষ্টি হয় - তেজঃ, অপ ও ক্ষিতি। এই তিনটি পদার্থে আবার তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটে - সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্বগুণ থেকে আবির্ভূত হয় মহৎ বা বুদ্ধি। বুদ্ধি তিন প্রকার - সাত্ত্বিক বুদ্ধি, রাজসিক বুদ্ধি ও তামসিক বুদ্ধি। বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত হয় অহংকার। অহংকার আবার তিন প্রকার - সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে উদ্ভূত হয় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়(চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়(হাত, পা, পায়ু, মুখ ও জননেন্দ্রিয়) এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন - এই একাদশ ইন্দ্রিয়। তামসিক অহংকার থেকে উদ্ভূত হয় পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র থেকে উদ্ভূত হয় পঞ্চমাহাভূত। রাজসিক অহংকার অপর দুটি অহংকারকে অর্থাৎ সাত্ত্বিক ও তামসিক অহংকার থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলিকে ক্রিয়াশীল রাখে। এককথায় তেজঃ, অপ ও ক্ষিতি - এই ত্রিভূত ক্রমশ একত্র হয়ে আমরা জগতে যে স্থূল বস্তু দেখতে পাই তা সৃষ্টি করে। জগতের প্রত্যেক বস্তুই এই ত্রিভূতের সংমিশ্রণের ফল। এই সংমিশ্রণের নাম ত্রিবৃৎকরণ।

স্পষ্টতই, ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা। জগৎ-সৃষ্টি সত্য, সৃষ্ট জগৎও সত্য। 'একঃ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' - নানাত্ব নিষেধক এই প্রকার শ্রুতি বাক্যে প্রকৃতপক্ষে নানাত্বের জগৎকে অস্বীকার করা হয় নি। রামানুজের মতে, এজাতীয় বাক্যের মাধ্যমে যা বলা হয়েছে তা হল - নানাত্বের জগৎ সত্য হলেও তা ব্রহ্ম নিরপেক্ষভাবে সত্য নয়। বস্তুমাত্রেই তার অস্তিত্বের জন্য এক ও অদ্বয় ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণ সহযোগে রামানুজ বিষয়টিক বুঝিয়েছেন। স্বর্ণনির্মিত সকল অলঙ্কার যেমন তাদের অস্তিত্বের জন্য স্বর্ণের ওপর নির্ভশীল, তেমনি জগতের সকল বস্তুই তাদের অস্তিত্বের জন্য ব্রহ্মের ওপর নির্ভশীল। এখানে স্বর্ণনির্মিত নানা অলংকারের আস্তিত্ব স্বীকার করেও তাদের যেমন স্বর্ণনির্ভর বলা হয়েছে, তেমনি নানাত্ব-নিষেধক শ্রুতিবাক্যে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেও জগৎকে ব্রহ্ম নির্ভর বলা হয়েছে। স্বর্ণ যেমন সত্য, ব্রহ্ম সৃষ্ট নানাত্বের জগৎও তেমনি সত্য। পার্থক্য হল ব্রহ্মের সত্তা স্বনির্ভর, জগতের সত্তা অন্য-নির্ভর অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ভর।

বিভিন্ন উপনিষদকে অনুসরণ করে রামানুজ একথাও বলেন যে, ব্রহ্ম তাঁর মায়া শক্তির সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। রামানুজের মতে, মায়া অবিদ্যা নয়, জ্ঞানাভাবও নয়। বুদ্ধির অগম্য শক্তিকেই রামানুজ 'মায়া' বলেছেন। যাদুকরের যাদুশক্তির ন্যায় মায়াশক্তি বুদ্ধির অতীত বলে, এই শক্তির অধিকারী ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হচ্ছেন মায়াবী বা মায়েশ। মায়া হচ্ছে অচিন্ত্যনীয় বিস্ময়কর শক্তি, ব্রহ্মের বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকারী শক্তি। রামানুজ কখনো আবার ব্রহ্মের অচিৎ শক্তি বা প্রকৃতিকেই 'মায়া' বলেছেন। ব্রহ্মের সৃজন শক্তিরূপে মায়া মিথ্যা নয়, সত্য; মায়াসৃষ্ট জগৎও মিথ্যা নয়, সত্য। বিচিত্রার্থের স্রষ্টারূপে মায়া 'অনির্বাচ্য'। 'অনির্বাচ্য' অর্থে মিথ্যা নয়। 'অনির্বাচ্য' বলতে বোঝায়, সত্য কিন্তু বুদ্ধির অতীত। কাজেই রামানুজের মতে, ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মের বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকারী মায়াশক্তি সত্য এবং মায়াসৃষ্ট জগৎও সত্য।

সঙ্গতভাবেই এখানে একটি জটিল সমস্যা দেখা দেয়। ব্রহ্মের অন্তঃস্থ চিৎ ও অচিৎ-এর পরিবর্তনের ফলে যদি জীবজগতের উৎপত্তি হয়, তাহলে অপরিণামী ব্রহ্মেরও পরিবর্তন স্বীকার করতে হয় এবং জগতের ন্যায় ব্রহ্মকেও অসম্পূর্ণ বলতে হয়। নানা উপমার সাহায্যে রামানুজ এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। দেহ ও আত্মার উপমা, প্রজা ও রাজার উপমা এবং অংশ ও অংশীর উপমা। রামানুজ কোথাও বলেছেন - ব্রহ্ম হচ্ছে আত্মা, আর চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের শরীর। শরীর বা দেহের পরিবর্তন ও অপূর্ণতা ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। রামানুজ কোথাও আবার বলেছেন-ব্রহ্ম হচ্ছেন রাজা আর জগৎ তাঁর প্রজা। প্রজার দুঃখকষ্ট যেমন রাজার দুঃখকষ্ট নয়, তেমনি জগতের অপূর্ণতা ব্রহ্মের অপূর্ণতা নয়। কখনো আবার রামানুজ বলেছেন, ব্রহ্ম হচ্ছেন অংশী আর জীবজগৎ তাঁর অংশ। অংশের অসম্পূর্ণতা যেমন অংশীর অসম্পূর্ণতা নয়, তেমনি জগতের অপূর্ণতা ব্রহ্মের অপূর্ণতা নয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসকল উপমার সাহায্যে ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্পর্কের সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। এসকল সম্বন্ধের কোনটিই অপৃথকসিদ্ধি সম্বন্ধ নয়। কিন্তু রামানুজের মতে, ব্রহ্মের সাথে জগতের অপৃথকসিদ্ধি সম্বন্ধ। কাজেই, একথা বলা চলে যে, রামানুজ ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ককে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ